



# দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ চলাকালীন ‘স্বচ্ছ ভারত অভিযান’ আরও জোরদার হতে চলেছে

## বর্তমানপক্ষ জুড়ে দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগের মধ্যে ‘স্বচ্ছ ভারত অভিযান’ আরও জোরদার হতে চলেছে

Posted On: 10 OCT 2017 5:14PM by PIB Kolkata

\* নীরজ বাজপেয়ী

বর্তমানপক্ষ জুড়ে দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগের মধ্যে ‘স্বচ্ছ ভারত অভিযান’ আরও জোরদার হতে চলেছে। পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে জনমানসে আরও বেশি সচেতনতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধুমাত্র যে সরকারের কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমেই এটা হচ্ছে তাই নয়, বিগত তিন বছরে এমনকি গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যেও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৪ সালে গান্ধী জয়ন্তী দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার সূচনা করার পর, বহু জায়গা থেকেই সাফল্যের কাহিনী শোনা যাচ্ছে। বর্তমানে, ‘স্বচ্ছতা’ শব্দটি অনেক বেশি অর্থবহ এবং জোরালো হয়ে উঠেছে। মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্ন শৌচাগার এবং নিরাপদ পানীয় জলের বিষয়ে দাবী এবং সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

খুব সাধারণভাবে শুরু হওয়া এই অভিযানের সুবাদে বিরাট সংখ্যায় শৌচাগার নির্মিত হয়েছে এবং পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে নিয়মিতই পরিচ্ছন্নতারউদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। নতুন শৌচাগার নির্মাণের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাতত্ত্ব ছাড়াও, সরকারেরও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় এবং সামাজিক সংগঠন, সাধারণ মানুষ – সকলেই এই অভিযানেরসঙ্গে যেভাবে যুক্ত হয়েছেন তাতে এই অভিযানের দক্ষতা প্রতিফলিত হচ্ছে। ইউনিসেফ-এরএকটি রিপোর্টে জানা গেছে যে, প্রকৃত পরিচ্ছন্নতার ফলে এক একটি পরিবার ৫০ হাজারটাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারে।

সারাদেশব্যাপী শৌচাগার নির্মাণের অভিযানের সময় বেশ কিছু সাফল্যের কাহিনী যেমন এসেছে,একইসঙ্গে পরিকল্পনা রূপায়ণে কিছু অভিযোগের কথাও জানা গেছে। এইসব অভিযোগ ওত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি নিষ্পত্তিকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সার্বজনীনপরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে সফল করে তোলার কাজকে দ্রুততর করতে প্রধানমন্ত্রী মোদী‘স্বচ্ছ ভারত অভিযান’-এর সূচনা করেছেন। এই অভিযানের আবার দুটি ভাগ রয়েছে। একটিহচ্ছে, ‘স্বচ্ছ ভারত অভিযান (গ্রামীণ)’ এবং অন্যটি ‘স্বচ্ছ ভারত অভিযান (পৌর)’।২০১৯ সালের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ে তোলার এই অভিযানকেআসলে মহাশ্মা গান্ধীর সাদৃশ্যতম জন্মবর্ষে এক শ্রদ্ধাঘ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সরকারি তথ্যঅনুসারে, সারা দেশে পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যমাত্রা ৩৯ শতাংশ থেকে রেড়ে বর্তমানে ৬৭.৫শতাংশ হয়েছে। দেশের ২ লক্ষ ৩৮ হাজার গ্রামকে প্রকাশ্যে মল-মুত্রত্যাগবিহীন গ্রামহিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পের অগ্রগতি তৃতীয় পাক্ষিক নিরপেক্ষ সংস্থারমাধ্যমে যাচাই করা হচ্ছে।

পরিচ্ছন্নতাসংক্রান্ত সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগী ধ্যান-ধারণাকে কাজে লাগাতে ‘স্বচ্ছাখন’ নামে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাধারণ মানুষের কাছ থেকেনতুন ধ্যান-ধারণাকে কাজে লাগানোর জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানেউল্লেখ্য, যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান-এর লোগোটো এইভাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেইপাওয়া গেছে।

‘পরিচ্ছন্নভারত’ কর্মসূচিকে আরও জোরদার করতে এবং একে এক জন-আন্দোলনে পরিণত করতে একপক্ষব্যাপীপরিচ্ছন্নতার অভিযান ‘স্বচ্ছতাই সেবা’ উদযাপন করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে স্বেচ্ছায়অংশগ্রহণ বা শ্রমদান। আইন প্রণয়নকারী এবং অন্যান্যরা এতে অংশ নিয়েছেন। এই সপ্তাহেইএই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তাঁর নিজের শহর কানপুরদেহাত থেকে এই কর্মসূচির সূচনা করেছেন। উপ-রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু কণাটিক থেকেএই অভিযানের সূচনা করবেন।

স্বচ্ছতাঅভিযানের এই পক্ষ শেষ হবে গান্ধী জয়ন্তীর দিন। বিরাট সংখ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী,সাংসদ এবং বিধায়ক দেশের বহু জায়গা শ্রমদান করবেন। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীরজন্মদিনে এই উদ্যোগকে আরও জোরদার করতে দিনটিকে ‘সেবা দিবস’ হিসেবে পালন করা হচ্ছে।স্বচ্ছতা অভিযানের পরিচালকরা জানিয়েছেন, এই ধরনের একগুচ্ছ কর্মসূচি পালনের ফলেস্বচ্ছতার ধারণাটির ওপর মানুষের আরও বেশি নজর পড়বে এবং এর ফলে আরও বেশি সাধারণমানুষ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন।

নীতিনির্ধারকদের মতামত হচ্ছে, স্বচ্ছতা অভিযানের বার্তা, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ,বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডারদের অংশগ্রহণের ফলে আরও বেশিজোরদার হচ্ছে। ব্যাপক সংখ্যায় মানুষ যাতে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন, তা সুনিশ্চিতকরতে সরকারি প্রশাসন বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই কর্মসূচির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাকরছে। এর মধ্যে রয়েছে, ‘সেবা দিবস’-এ আমাদের জাতীয় সম্প্রচারক দূরদর্শনে বলিউডেরবিখ্যাত ছবি ‘টয়লেট : এক প্রেম কথা’র সম্প্রচার।

‘স্বচ্ছতাইসেবা’ নামে এই উদ্যোগের ফলে জনজীবনের সমস্ত স্তর থেকে বিরাট সংখ্যায় মানুষপরিচ্ছন্নতার জন্য স্বেচ্ছায় শ্রমদান এবং শৌচাগার নির্মাণের মতো কাজে যোগ দেবেন।এর মাধ্যমে প্রকাশ্যে মল-মূত্র ত্যাগ বন্ধ হয়ে পরিবেশ আরও নির্মল হবে। এইকর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, জনসাধারণ ও পর্যটকদের জন্য ব্যবহৃত স্থানগুলিতে পরিচ্ছন্নতারকর্মসূচি পালন। ‘স্বচ্ছ ভারত অভিযান’-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের পানীয়জল এবং পরিচ্ছন্নতা মন্ত্রকসমগ্র কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়সাধন করবে।

এইকর্মসূচিকে জনপ্রিয় করে তুলতে এবং সবার সামনে তুলে ধরতে সব ধরনের আবুষ্ঠানকে কাজেলাগানো হচ্ছে। যেমন, শাসক দলের তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজ সংস্কারক ডঃ দীনদয়ালউপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী ২৫ সেপ্টেম্বর ‘সর্বত্র স্বচ্ছতা’ নামে উদযাপন করা হবে।এদিন পার্ক, বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশনের মতো জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানগুলিতেব্যাপকভাবে পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

গান্ধীজয়ন্তীৰ প্ৰাক্-সন্ধ্যায় পৰ্যটন স্থলগুলিতে পৰিচ্ছন্নতাৰ বিষয়টিকে সবাৰ নজৰে নিযোআসাৰ উদ্যোগ নেওয়া হয়ছে। একটি হিসাবে জানা গেছে যে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰে প্ৰতি বছৰপৰিচ্ছন্নতাৰ অভাবে প্ৰায় ৫০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। বিশ্ব ব্যাংকৰ ৰিপোৰ্টে জানাগেছে যে পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাবে ভাৰতে জাতীয় আয়েৰ ৬ শতাংশেৰও বেশি ক্ষতি হয়।

সৰকাৰ,বৰ্তমানে চলা পৰিচ্ছন্নতা পক্ষে কাজেৰ জন্য এক ৰিবাট সংখ্যায় স্থানকে চিহ্নিত কৰেছে। প্ৰত্যেক মন্ত্ৰকে এই কাজেৰ জন্য তৈৰি থাকতে বলা হয়ছে। প্ৰতিৰক্ষামন্ত্ৰক সমস্ত ক্যাটনমেণ্ট এলাকাকে প্ৰকাশ্যে মলত্যাগবিহীন স্থান হিসেবে ঘোষণাৰ জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰবে বলে জানানো হয়ছে। এছাড়াও, দেশেৰ উঁচু অঞ্চলগুলিতে পৰিচ্ছন্নতাৰ জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হব। তথ্য ও সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰক পৰিচ্ছন্নতা কৰ্মসূচিকে জনপ্ৰিয় কৰে তোলাৰ জন্য বেসৰকাৰি সংবাদ চ্যানেল এবং এফএম বেডিও-ৰমাধ্যমে প্ৰচাৰ চালানোৰ উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়াও, এ বিষয়ে স্বল্প দৈৰ্ঘ্যেৰ চলচ্চিত্ৰও তৈৰি কৰা হয়ছে।

সৰ্বশেষ প্ৰাপ্ত পৰিসংখ্যান অনুসাৰে, স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ইতিমধ্যেই বহু লক্ষ্য পূৰণ কৰেছে। এৰ মধ্যে সাৰা দেশ জুড়ে ২৯,৭৯,৯৪৫টি পাৰিবাৰিক শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়ছে। এছাড়া,দেশেৰ পূৰ এলাকাগুলিৰ ৪৪,৬৫০টি ওয়াৰ্ডে ১০০ শতাংশ হাৰে বাডি বাডি গিয়ে আৰজনা সংগ্ৰহেৰ কাজ কৰা হচ্ছে।

স্বচ্ছ ভাৰত পোৰ্টলেৰ ডাশবোৰ্ডে প্ৰাপ্ত হিসাব অনুসাৰে ২,১৯,১৬৯টি গোষ্ঠী এবং জনসাধাৰণেৰ ব্যবহাৰ্ম শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়ছে এবং আৰজনা থেকে বৰ্তমানে ৯৪.২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হচ্ছে। দেশেৰ ১,২৮৬টি শহৰ নিজেদেৰ প্ৰকাশ্যে মল-মূত্ৰত্যাগবিহীন স্থান হিসেবে ঘোষণা কৰেছে।

স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান (গ্ৰামীণ)-এৰ ৰিপোৰ্ট অনুসাৰে, ২০১৪-ৰ ২ অক্টোবৰ থেকে এখনও পর্যন্ত৪৮০৮০৭০৭ পাৰিবাৰিক শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়ছে এবং ২৩৮৫৩৯টি গ্ৰাম প্ৰকাশ্যেমল-মূত্ৰত্যাগবিহীন গ্ৰামেৰ মৰ্যাদা অৰ্জন কৰেছে। স্বচ্ছ ভাৰত মিশন (গ্ৰামীণ)-এৰ ওয়েবসাইট থেকে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই দেশেৰ ১৯৬টি জেলা প্ৰকাশ্যে মলত্যাগহীন স্থানে পৰিণত হয়ছে। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানেৰ অন্যতম প্ৰধান লক্ষ্য হল, প্ৰকাশ্যে মল-মূত্ৰত্যাগ বন্ধ কৰা। ২০১৯ সাৰেৰ মধ্যে সাৰা দেশকে প্ৰকাশ্যে মল-মূত্ৰ ত্যাগবিহীন একদেশে পৰিণত কৰাৰ লক্ষ্য অৰ্জনে,স্বচ্ছ ভাৰত মিশন (গ্ৰামীণ)-এৰ আওতায় ৫ . ৫কোটি পাৰিবাৰিক শৌচাগাৰ এবং ১১৫০০০টি গোষ্ঠী শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা প্ৰয়োজন। নিতিআয়োগেৰ নথি থেকে এই তথ্য প্ৰকাশিত হয়ছে। সিকিম, হিমাচল প্ৰদেশ, কেৰল, হৰিয়ানা এবংউত্তৰাখণ্ড ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ্যে মল-মূত্ৰত্যাগ বিহীন ৰাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়ছে।২০১৮-ৰ মাৰ্চেৰ মধ্যে মোট ১০টি ৰাজ্য এই অভিযা পেতে চলেছে। ৪,৫০০টি ‘নমামি গঙ্গে’গ্ৰামেৰ সবক’টিই বৰ্তমানে প্ৰকাশ্যে মল-মূত্ৰত্যাগ বিহীন গ্ৰাম হিসেবে ঘোষিত হয়ছে।

স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানে এক ৰিবাট সংখ্যায় কৰ্মসূচিৰ কথা ভাবা হয়ছে। এৰ মধ্যে রয়েছে, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানগুলিৰ ক্ৰম তালিকা তৈৰি কৰা, পৰিচ্ছন্নতাৰ লক্ষ্যে কাজ কৰা শহৰগুলিৰ জন্য স্যানিটেশন ইন্ডক্স তৈৰি কৰা, প্ৰভৃতি। কিন্তু এই উদ্দাকাঙ্ক্ষী পৰিকল্পনাৰ প্ৰকৃত সাফল্য নিৰ্ভৰ কৰছে সাধাৰণ মানুষেৰ ওপৰ। যাঁদেৰ সামাজিক এবং ব্যক্তিগত পৰিচ্ছন্নতা বিষয়ে আৰও বেশি সচেতন এবং যত্নশীল হতে হব। এখন আমৰা আশা কৰতেই পাৰি,২০১৯ সাৰেৰ মধ্যে সমগ্ৰ দেশ প্ৰকাশ্যে মলত্যাগবিহীন এক ৰাষ্ট্ৰে পৰিণত হব।

\*লেখক : ইউনাইটেড নিউজ অফ ইন্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক। বহু দেশ সফৰ কৰেছেন এবং তাঁৰ ৩০ বছৰেৰ সাংবাদিকতাৰ জীৱনে বহু জাতীয় এবং আন্তৰ্জাতিক ঘটনা বিষয়ে ৰিপোৰ্ট কৰেছেন। ভাৰতেৱেপ্ৰস কাউন্সিলেৰও তিনি সদস্য ছিলেন।

এই নিবন্ধে প্ৰকাশিত বক্তব্য লেখকেৰ নিজস্ব

PG/PB/DM/...

(Release ID: 1505519) Visitor Counter : 2

## Background release reference

বৰ্তমানপক্ষ জুড়ে দেশব্যাপী পৰিচ্ছন্নতাৰ উদ্যোগেৰ মধ্যে ‘স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান’ আৰও জোৰদাৰ হতে চলেছে

